বালোচ লোকগীতি

স্বরাজ সেনগুপ্ত

প্রাকৃতিক কারণে বালোচিস্থানের অধিবাসীরা জন্ম থেকেই কষ্টসহিষ্ণু ও কঠোরচিত্ত হয়ে গড়ে ওঠে । শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে নয়, এদের দৃঢ় অস্থি, সবল মাংসপেশী এবং ততোধিক কঠোর মনোবৃত্তি অনবরত নিয়োজিত হয়েছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে । এ সংগ্রামে কোনো বিরতি নেই । কোনো ফাঁক নেই । কিন্তু প্রকৃতি যখনই এঁদের প্রতি একটু সদয় হয়ে দেখা দেয়, তখনই এ-সব সরল সাহসী ও উদারচেতা প্রকৃতি-সন্তানেরা আনন্দে ও আমোদ-প্রমোদে আত্মহারা হয়ে ওঠে । তখন লাফ-ঝাঁপ নাচ-গানের তালে সমগ্র বালোচভুমি আন্দোলিত হতে থাকে । প্রকৃতি আবার যখন নির্মম মূর্তি ধারণ করে, তখন এরাও সাহস এবং সরিষুতার অফুরন্ত সঞ্চয় নিয়ে তার মোকাবিলায় দাঁড়ায় ।

বালোচজাতির কোনো কোনো সম্প্রদায় শহর বা গ্রামাঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করে । তারা সাধারণত ছোটো খাটো ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে । অথবা ক্ষুদ্রায়তন চারণভূমি বা খামার পত্তন করে ছাগ, মেষ চরায় । কৃষি, পশুপালন, দোকান-পাট করা অথবা ব্যবসা-বাণিজ্য এসব হলো গৃহস্থ বালোচদের সাধারণ পোশা । কিন্তু যাযাবর বালোচদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ আলাদা । তাদের জীবন বিপদসঙ্কুল ও সঙ্কটবহুল । আবহাওয়ার ইঙ্গিত ও জীবিকার্জনের তাগিদ অনুযায়ী তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়ায় এবং এতেই তারা গর্ববোধ করে । কিন্তু স্থায়ী বসবাসে এখন ক্রমশ আরাম-আয়েশ বৃদ্ধির ফলে বালোচজাতির অনেকে ইদীনিং যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করতে শু করেছে ।

বালোচদের সাধারণ পোষাক হলো পাশ্ক-নামীয় লম্বা কামিজ, ঢিলা পায়জামা বা শালওয়ার, বিরাটাকার পাগড়ি (দাস্তার) এবং স্যান্ডেল (সিওরান) । এই বেশভূষায় এবং ঘন শ্মশ্রুমন্ডিত চেহারায় এই বিরাটকায় আদম-সন্তানেরা যখন নিজেদের তৈরী বাঁশি হাতে পাহাড় পর্বত উপত্যকাময় পথে পথে আনন্দ-উজ্জ্বল গতিতে গান গেয়ে ও সঙ্গীত লহরী তুলে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের দেখে মনে হবে যে, এ জগৎ ও জীবগোষ্ঠী যেন কোনো আলাদা পৃথিবীর অংশ । বালোচ মেয়েদের বেশভূষায় রয়েছে হাতে তৈরী পোষাক, বাহুতে, কানে নাকে ও পায়ে অলঙ্কারাদি যথাক্রমে থাওয়াখ (বালা), দুল (কালবালা), পুল্লাক (নোলক) এবং পায়জের (খাড়ু) । তাদের কর্তব্য কৃষিকর্মে সহায়তা, ছাগ-মেষ চরানো এবং ঝরণা বা কুয়ো থেকে কলসী বালতি বা ভেড়ার চামড়ায় তৈরী মশকে করে জল তোলা । এই শেষের কাজের জন্যে তাদের দল বেঁধে অনেক দুর পর্যন্ত ঘুরে বেড়াতে হয় বিরল ঝরণা বা কুয়োর উদ্দেশ্যে । বালোচ যুবকেরা এখন পর্যন্ত প্রাচীন চাকারীয়যুগের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী ও , তার প্রতি দৃঢ়ভাবে অনুগত । গোলাগুলি ছোঁড়া, শিকার করা, ঘোড়াদৌড়ানো, ঘোড়াদৌড় প্রতিযোগিতা, ঘেরাও করা, তীর ছোঁড়া এবং কুস্তি প্রতিযোগিতা হলো এদের প্রিয় ক্রীড়া । গান ও নাচ এদের জীবন যাপনের একটা স্বাভাবিক অংশের মতো ।

বালোচ লোকগীতিতে এ-সবের পরিচয় সুস্পষ্ট । বালোচ লোকগীতির শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায়--এতে রয়েছে অধ্যাত্মচিন্তা ও সুফীবাদের প্রভাব, নৈতিকতা ও উপদেশাত্মক বাণী, বাস্তবতা, স্ফূর্তিজনক বাক্যালাপ এবং পানোৎসবমত্ততা ও স্তুতিমূলক বাগাড়ম্বর । কোনো কোনো গানে রয়েছে বালোচ বীরদের দুঃসাহসিকতা ও অশ্ব-চালন কৌশলের প্রশস্তি এবং তাঁদের প্রণয়িনীদের প্রেম ও রূপের খ্যাতি ।

বালোচী সঙ্গীতাবলীর মধ্যে জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয় হলো 'লারোগ' । এর কথা ও সুর স্ফূর্তি-উদ্দীপক । মেয়েরা দলবদ্ধ হয়ে ঢোলক সংযোগে এ-গান গেয়ে থাকে । বিবাহ বা উৎসব আনন্দ দিনে ও গানের মারফত সমবেত জনতার মনোরঞ্জন করা হয় । এতে গীত হয় কনের সৌন্দর্য ও কুমারিত্বের প্রশস্তি, বরের শৌর্য ও সাহসিকতার কাহিনী শিশুর জন্মে আনন্দোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ।

লারোগ-এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে । অতীতে বালোচ জাতির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ--বিবাদ অতি সাধারণ ব্যাপার ছিল । এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্ধে যখন তখন যুদ্ধ ঘোষণা করতো এবং দু'পক্ষের যোদ্ধারা অতুলনীয় সাহসিকতার সঙ্গে পরস্পর সংহারে নিয়োজিত হতো । এসব উপলক্ষ্যে বালোচ রমণীরা তাদের স্বামীদের শত্রু নিপাতে উৎসাহিত করবার জন্যে 'লারোগ' গানের অনুষ্ঠান করতো । এখন এ সব যুদ্ধ-বিগ্রহ কমে যাওয়ায় লারোগ গীত হয় বিবাহ ও অন্যান্য আনন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে, কিন্তু এর সুরে সেই যুদ্ধং দেহি মনোভাবের প্রতিধ্বনি রয়ে গেছে । এ গানের ভাষা সরল ও স্পষ্ট ।

'আমি অপেক্ষায়, হে প্রিয়তম
আমার কোলাহলহীন একান্ত ঘরে ।
আমার বন্ধু একজন বীর যোদ্ধা,
তীর -- নিশানায় তাঁর জুড়ি নেই
তাঁর হার্মাদ---তৈরি বন্দুক দিয়ে

যাকে নিশানা করেন, তার মৃত্যু নিশ্চিত
তাঁর চলনেরই ধরণ এমন যে
মনে হয় তিনি যেন বলেছেন শত্রু-দুর্গ জয় করতে।
যখন তিনি শত্রুদের দিকে তাকান--
তাঁর দৃষ্টি পলকেই ভয়ে কাঁপতে থাকে।
তিনি প্রতিজ্ঞ আমার কাছে ফিরে আসতে,
নিঃসংশয়ে তিনি ফিরে আসবেন, আসবেনই--
তাঁর রৌপ্যোজ্জ্বল বন্দুক হাতে নিয়ে
লীলাভরে হেলে দুলে--
কেন না, বালোচ রক্ত তাঁর শিরায় সঞ্চরমান।'

'যাহীরোক্' বেদনার গান। এতে রয়েছে বিরহের সুর এবং গীত হয় একক কণ্ঠে, কোনো বাদ্যযন্ত্র ব্যতিরেকে। স্বামী চলে গেছেন বহুদুর দেশে জীবিকা বা ব্যবসার উপলক্ষে। বিরহিনী স্ত্রী তাঁকে স্মরণ করছে। তিনিই ছিলেন তার সমস্ত সুখের উৎসমূল। তার প্রতি ছিলেন আসক্ত ও কণার্ত। এখন সংসার জীবনের কঠিন পীড়নে হয়রান ও পরেশান হয়ে সে বন্ধুর স্নেহ ও প্রেম ফিরে পাবার জন্যে আকুল আবেদন জানাচ্ছে এবং তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদন করছে নিজের নিরানন্দ ও দুর্দশার কণ কাহিনী ঃ

'আমার নয়ন দু'টি অবিরাম তোমাকে খোঁজে,
তুমি যে নেই !
ধূসর মেঘমালা দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঘুরে বেড়ায়,
তুমি যে নেই !
আমার কপোল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে,
তুমি যে নেই !
কোথায় আমার শান্তি ও সান্ত্বনা,
তুমি যে নেই !
আমার হৃদয়ের গভীর রোদন শোনে না কেউ,
তুমি যে নেই !
আমার হৃদয় বিরহ--বেদনায় ভারাবনত
তুমি যে নেই !

দূর-দূরান্তর মভূমির বুকে বা সীমাহীন প্রান্তরে এক উটচালক একাকী গন্তব্যের উদ্দেশ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে চলেছে। তার মনে পড়েছে ঘরে ছেড়ে আসা সুন্দরী, সরলা, সৎস্বভাবা বধূর মুখ। সে বিরহাকুল হয়ে মীর চকর খান রিন্দ--এর বীর সহচর মীরান-এর ন্যায় একটি কবুতর মারফত তার বেদনাময় বাণী পাঠাচ্ছে ঃ

'ওহে কবুতর ! প্রিয়তমাকে আমার হাল জানিয়ো,
এ দীর্ঘ পথ তুমিই করো অতিক্রম।
সুন্দর উঁচু পাহাড়-চূড়ায় তুমি রাত কাটাও,
সে শৈলবাস থেকে হে অনিলবাহী পাখি !
উড়ে যাও আমার প্রিয়ার কাছে
এবং তার শয্যার ডানপাশে গিয়ে বসো,
সে তোমাকে তার আস্তিনে নেবে জড়িয়ে।
তোমার তীক্ষ্ণ নখরের ছোঁয়ায় তাকে শঙ্কিত করো না,
আমার প্রিয়াকে আঘাত দিয়ো না,
শুধু আমার মনোবেদনা তাকে জানিয়ো !'

জনৈক প্রেমিক নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে প্রিয়তমা থেকে বিচ্ছিন্ন। সে তার দলবল নিয়ে অদম্য সাহসে শত্রুর বিদ্ধে যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়েছে। শত্রু তার চারণভূমি ও ঘরবাড়ি বিধবস্ত করে দিয়ে তার প্রেয়সীকে বন্দী করেছে। সে এখন নিতান্ত সম্বলহীন। কিন্তু হতোদ্যম নয়। প্রেয়সী তার জন্যে অপেক্ষা করছে। সে ফিরে এসে শত্রুকে আবার দ্বন্দ্বে আহ্বান করবে এবং পরাস্ত করবে। প্রিয়তমাকে মুক্ত করবে। সে প্রিয়াকে উদ্দেশ্য করে বলছে, 'কেঁদো না, ধৈর্য হারিয়ো না' ঃ

'প্রেয়সী আমার ! কোঁদো না, দুঃখ করো না,
যে মুহূর্তে অবস্থার পরিবর্তন হবে,
তোমার কাছে ফিরে আসতে আমি এক মুর্তও বিলম্ব করবো না।
আমি ছুটে আসবো ভেসে আসা মেঘ যেন
মিলন-দিনের স্মরণ স্পর্শে দু'চোখের ধারা বইয়ে।

আমি আসবোই তোমার কাছে আমার যে প্রতিজ্ঞা
তা পালন করবোই ।
আমার পাগল অশ্ব এগিয়ে চলবে
হ্রেষাধ্বনি করে, গর্জন করে এবং
পাহাড় ও প্রান্তর মথিত করে,
সেই স্বর্ণ-দুর্গের দ্বারপ্রান্তে
যেখানে আমার প্রিয়তমা আছে বন্দিনী ।

'সোয়াত' হলো গ্রামবাসীদের জনপ্রিয় উৎসব-সঙ্গীত । বিবাহ বা অন্যান্য উৎসব--আয়োজনে এ সঙ্গীত সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় । কৃষকদের শস্য--আহরণের সময়ও মাঠে প্রান্তরে এ গান গাওয়ার রেওয়াজ আছে । সরল--প্রাণ চাষী ও খামারা এ গানের ধূয়ায় বিশেষ স্ফূর্তি লাভ করে ।

প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে চিরাচরিত অতিপ্রশংসাবাদ, বিরহী প্রেমিকের অন্তর্বেদনা, প্রিয় সহচর্যে অতিবাহিত দুর্লভ মুহূর্তগুলির স্মরণ, অতীত প্রেমের স্মৃতি ইত্যাদি এ গানের বিষয়বস্তু ঃ

'আমি বুলবুল-এর মতো কেঁদে কেঁদে উড়ে বেড়াই,
হে প্রিয় ! কী আমার অপরাধ ?
আমি তপ্ত বালু-বেলায় জ্বলন্ত সূর্যের নীচে দাঁড়িয়ে
তোমার জন্যে অপেক্ষায়,
হে প্রিয় ! আমার কী অপরাধ ?
কাল রাতে ঘুম-ঘোর
স্বপ্নে তোমাকে দেখলাম
হে প্রিয় ! কী আমার অপরাধ ?'

আর একটি 'সোয়াত' -গানের হুবহু অনুবাদ দেওয়া হলো ঃ

'আজ থেকে আমি আর তাকে মনে করবো না,
এ-আমার কোনো শপথ ।
সেই সে নিষ্ঠুর, অবিশ্বাসিনী, মিথ্যাবাদিনী প্রিয়াকে
আমি ত্যাগ করলাম
চিরতরে ত্যাগ করলাম ।
সেই উড়ন্ত বলাকাকে ধরে নিতে
আমি শূন্যে করতল ছুঁড়ছি,
আমি এক উন্মাদ ।
এই বোকামি আর নয়, আর কিছুতেই নয়
আর ও হয় না ।
এই পৃথিবীর বাগিচায় থরো থরো ভরা ফুল
রঙীন, গন্ধহীন,
ভূল করে আমি খোশবুর খোঁজে ঘুরছি
এখন এ আর নয় ।
কত প্রণয়ীর স্বর্ণ-প্রাসাদ পুড়িয়ে করেছে ছাই
আমার হৃদয়েও প্রণয় দাবানল জ্বলছে,
কিন্তু আর নয় ।

হালো এক ধরণের নৃত্য-গীতি । এ গান তারা নেচে নেচে গায়, আবার এ গান গাইতে গাইতে তারা নাচে ।
গ্রামের মোড়লের বা মহল্লার সর্দরের সন্তান জন্মগ্রহণ করলো । তিনি দরিদ্রদের নিয়ায দিলেন । তারা গান গেয়ে গেয়ে নেচে নেচে আসলো মোড়লের বাড়িতে । করলো দলপতিকে আনুষ্ঠানিক অভিবাদন । এ উপলক্ষে ঘোড়দৌড় বা অনুরূপ প্রতিযোগিতার আয়োজন হলো , তারপর তারা চক্রাকারে সমবেত হয়ে নেচে নেচে 'হালো' -- সঙ্গীতের আসর জমালো । দলনেতার বা তাঁর গৃহে কাবুর বিবাহ উপলক্ষ্যেও 'হালো' গীতি-নৃত্যের আয়োজন হয় । একটি উদাহরণ দেওয়া গেলো ঃ

'কী সুন্দর আজকের দিন,
বর-সাজে চলেছেন আজ আমাদের সর্দার,
আজকে তিনি ধরা দেবেন বিবাহ-বন্ধনে
আজ থেকে আর তিনি একাকী নন ।
এই শুভদিনে

প্রতিটি দম্পতি স্মরণ করছে
তাদের বিবাহ-দিবস,
তাদের মনে পড়ছে হেনা ফুল ও সেজ রাঙানোর কথা,
মনে পড়ছে ঘোড়া ছুটিয়ে চলার কথা,
আর দ্রুত বহমান স্রোতস্বতী পেরিয়ে চলবার কথা,
এই জন্যেই আজ
প্রতিটি পুষ সেজেছে প্রতিটি
ফুলের তোড়ার মতো,
প্রতিটি মেয়ে সেজেছে রাজ--দুহিতার মতো,
আমাদের বাদক যেন আজ মত্ত-মাতাল
ফোটা ফুলের বাগিচায় বুলবুল-এর মতো
হতে পায়ে যার জোর আছে সে-ই
আজ নাচছে চকোরের মতো ।'

'লাইলী মে' যেন মভূমির বুকে সুরের রাজকন্যা । এ গানে ধবনিত হয় বিচ্ছেদের হা-হুতাশ এবং বিরহী প্রণয়ীর ভারাত্রান্ত হৃদয়ের ক্রন্দন । এ গনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর সকণ সুর ।

'দেহী' হলো বালাচ রাখাল ও মেষচারণদের গান । এ গান গেয়ে গেয়ে তার মাঠে প্রান্তরে চারণভূমিতে ঘুরে বেড়ায় । বসন্ত সমাগমে তাদের মনে পড়ে ঘরে ছেড়ে আসা তাদের চন্দ্রমুখী প্রিয়াদের কথা । তাতে তাদের মন হয়ে ওঠে বেদনাভারাত্রান্ত । এতে আরও জোগান দেয় ঝোপ-ঝাড়ে ফুটে ওঠা ফলের থোকা, আকাশে ভ াসমান মেঘপুঞ্জ এবং গাছে গাছে ভীড় জমানো গায়ক পাখিরা । এসব রঙের খেলা, গান এবং নাচের সমারোহে তাদের মনে পড়ে গোলাপী পোষাক-পরিহিতা, নাক, কান ও গায়ে অলংকার ঝলমল তাদের নববধূদের কথা । মাররী ও বুগতী উপজাতিদের এবং ডেরা ইসমাইল খান--এ বসতি স্থাপনকারী বালোচ সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে 'দেহী' গান অতি জনপ্রিয় ।

বিষয়বস্তু ও আকারে 'দেহী' গান পাঞ্জাবী লোকগীতি 'মাহিয়'র মতো । 'মাহিয়া'র মতো 'দেহী'রও প্রথম লাইনের কোনো অর্থ থাকে না । 'মাহিয়ার মতো 'দেহী'র ভাবসম্পদও বিচিত্র । কোনো 'দেহী'তে যদি প্রিয়ার দৈহিক সৌন্দর্য বর্ণনা থাকে তবে অন্য এক 'দেহী'তে থাকবে তার মানস-রূপের বিশ্লেষণ । প্রেয়সীর সঙ্গে মিলন এবং বিচ্ছেদের উন্মাদনাময় মুহূর্তগুলির বর্ণনাও এতে পাওয়া যাবে ঃ

'কে বলে যে প্রেম সুখের ?
আমি জানি, বিরহরাত্রি কি ভাবে কাটে !
খোদা তোমাকে আবার কবে ফিরিয়ে আনবেন ?
যাতে আমি আবার তোমাকে দেখতে পাই ।
যে মনোলীনার বিরহে আমি যাতনাময়
জানি না সে আজ কোথায় !
তাহার জন্যে আকুল আমার হৃদয়
গতকালও আমি দেখেছি তার চাঁদমুখ
বেদনায় আর্ত দিশেহারা ।
প্রিয়তমা ! আমার অনুযোগ কি তোমার কাছে পৌঁছয় ?
তুমি কি শোনো, শুনতে পাও আকুল আবেদন ?
কবে তোমাকে আবার দেখবো আমার আঁখিতে !
আমার হৃদয় বিচ্ছেদ-বেদনায় পাগল,
কিন্তু অনুরাগিনী সে থাকবেই চিরকাল ।'

'লীকো' হলো সরলচিত্ত উট--চালকদের গান । নিবাস ছেড়ে যখন তারা বহু দূরে চলে যায়, তখন 'লীকো' গানে তাদের অন্তরের অকপট বেদনাধারা বেরিয়ে আসে । সামনে-পিছনে বিশাল মভূমি, খাদ্য নেই, পানীয় নেই আশ্রয় নেই--নেই, নেই, নেই । একা মানুষ আর তার মবন্ধু উট--এই দু'য়ে দীর্ঘপথ অতিত্রম করে চলেছে । চলার পথে কোনো বৈচিত্র্য নেই । এই একঘেয়েমির মধ্যে ক্লান্ত পথিকের কণ্ঠে ধীরে ধীরে ভরে ওঠে 'লীকো'র ছন্দ ও সুর । সুর চড়ে উঠলে এ গানের রেশ প্রতিধবনিত হয় কন্দরে কন্দরে । বাংলাদেশের দীর্ঘপথবাহী গো-শকট চালকদের 'চটকা-গানে'র সঙ্গে 'লীকো'র সাদৃশ্য রয়েছে ।

'লীকো' যে শুধু সারবান বা উট চালকের গান--তা নয় । বালোচ নারীরাও ও গান গেয়ে থাকে । বসন্ত সামাগমে দূর-প্রবাসী উটচালক স্বামীদের মনে করে তারা এ গানের ধবনি তোলে । 'লীকোর' বিষয়বস্তু ব্যাপক । সাধারণত এতে থাকে উটের প্রশংসা, প্রিয়তমার স্মৃতিকথা, বিরহ-বেদনার প্রকাশ, শত্রু-সম্প্রদায়ের যুবকদের প্রতি শ্লেষোক্তি, আপন দলের শৌর্যবর্ণনা ও বীরত্ব কাহিনী ইত্যাদি । মেয়েরা যখন এ গান গায়, তখন গানের বিষয়বস্তুতে থাকে স্বামীর সাহস শৌর্য ও বীরত্বের কা হিনী এবং প্রশস্তি ।

একজন উটচালকের মুখে আমরা শুনতে পাই ঃ

‘আমি চারণ-ভূমি ও খাঁড়িতে খাঁড়িতে ঘুরে বেড়াই
আমার মানস-প্রিয়ার সন্ধানে ।
তারা তাকে নিয়ে গেছে দূর সারওয়ান প্রদেশেই ।
তার অলকগুচ্ছ নিয়ে আমি পাগড়িতে সাজাই,
তার বিরহে আমি বিষণ্ণ আর আর্ত
যাযাবর দল পাহাড়েরের পথে চলেছে হেঁটে ।
এসো, হে মোর প্রিয়তমা
ওই শৃঙ্গের আড়ালে একটু বসি ।
তোমার আর আমার মাঝে দাঁড়িয়ে
একটি পাহাড় শিখর অন্তহীন ।
তুমি আসো না আমার কাছে ।
তোমার কোনো বার্তাবহও আসে না ।
আমার উটের মহিমা ও সাজ তুলনাহীন,
তার সুঠাম শরীর ও গতি-লাবণ্য অনুপম,
আমার প্রিয়ার নাম বরজান (রূপসী-শ্রেষ্ঠা) ।’

জনৈক নগরবাসীর ভাষায় ঃ

‘সোনারকে আমি অনুনয় করে বলি,
আমার প্রিয়ার অনুপম হাতের মাপে বলয় গড়তে ।
এসো এসো, হে বল্লভা
তোমার অদর্শনে আমার হৃদয় বেদনাসিক্ত
তোমার বিরহে আমার প্রাণ ওষ্ঠেআর্ত ।

একটি নারী কণ্ঠে ঃ

‘সেই যে তুমি চলে গেলে,
তারপর কতদিন আর আমাদের দেখা নেই,
বিরহ-বেদনা আমার দৃষ্টিকে ঢেকে দিয়েছে ।
আমার হৃদয় যেন ছিল একটি একলা ফোটা ফুল,
নিরালা বন-প্রান্তরে
নির্জনে রঙ ছড়াও আর সুবাস বিতরণ,
আজ উষ্ণ মপ্রবাহ তাকে জ্বালিয়ে দিলো ।
বিরহের দাহভরা বায়ু স্পর্শে
লাজুক ফুল কতক্ষণ ফুটে থাকবে ?
সে শুকিয়ে গেলো, ঝরে গেলো ।
আমার হৃদয় এখন একটি উষর ভূমিখন্ড,
কোনো সবুজ শষ্প গজায় না আর
কঠিন মাটি, পাথর এবং ধূলায়
সব জীবন-স্পন্দন ঢাকা পড়েছে ।
প্রাণের কোনো চিহ্ আর অবশিষ্ট নেই--
শুধু উষ্ণপ্রবাহ চলেছে বয়ে চারিদিকে
আর প্রান্তরে-প্রান্তরে দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দন পড়ে ছড়িয়ে ।

‘লীকো’ সঙ্গীতে এ ধরণের বেদনাদায়ক কথা ও ভাবের সমাবেশ ।

‘দাস্তনাঘ্’ হলো মুলতানী দোহরা, ‘পোশতু মিসরা’ বা সিন্ধী ‘সান্য়ারো’ সঙ্গীতের সমতুল্য ।এ গানগুলো ক্ষুদ্রকায় । গীত হয় পাঞ্জাবী ওয়াঞ্জলী (বাঁশি) সদৃশ ন ারহ্ বলে কথিত এক বাদ্যযন্ত্র সংযোগে । গায়ক ও বংশীবাদক এক সঙ্গে পাহাড়ী পশু-চারণ দলের প্রিয় এই সঙ্গীত গায় । যেমন--

‘আমি চলি দ্রুতগামিনী ঘোটকীর পিঠে
আমার প্রিয়া বাস করে চন্দ্রাননা কুমারীর সঙ্গে ।
মাত্র কিছু নিমেষের জন্যে ।

তারপর ছুটে যাবো
আমার প্রিয়ার অনুপম মুখ দেখতে।
মরণ-চিহ্ন হলো তাপজুর
বৃষ্টির-চিহ্ন হলো ধূলিঝড়
আর ভালোবাসা হলো অপরূপ স্মিত।

'মোরা' হলো একপ্রকার ছোট-আকারের রাখালী গান। এ গীত হয় দুই কণ্ঠে, সওয়াল ও জবাবের ভঙ্গিতে প্রথম লাইনে এক গায়ক অন্যকে একটি প্রশ্ন করে। দ্বিতীয় লাইনে অন্য গায়ক তার উত্তর দেয়।
একই গায়ক কখনো কখনো প্রশ্ন-উত্তর দুটিই গানের সুরে শোনায়।

অতীতকালে যখন বালক-বালিকাদের মেলামেশায় বাধা ছিল না, তখন 'মোরো' সঙ্গীত অতিশয় জনপ্রিয় ছিল। এখন এ রকম মেলামেশাকে সমাজে অপছন্দ করা হয়। যে কারণে 'মোরো' এখন কতকটা কাল্পনিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। একজন প্রেমিক আর অন্যজন প্রিয়ার অভিনয় করে এ গানের আসর জমায়। এ ভাবেই প্রান্তরে, পাহাড়ে ও মবক্ষে 'মোরো' গান গীত হয়।

এই চুটকি - গানের সুর বেদনাত্মক। প্রিয়ার বিশ্বাসঘাতকতা, প্রণয় ভঙ্গী ইত্যাদি এর বিষয়বস্তু। বিরহী প্রেমিক ভাবাবেশ জড়িয়ে চাপাকণ্ঠে প্রথম লাইন গান করে, তারপর প্রিয়ার ভুমিকায় অন্য গায়ক জবাবে তাকে সান্তনা দেবার চেষ্টা করে। যেমন--

'তুমি তো জানো, প্রিয়া !
তোমার স্মৃতিস্পর্শে আমার হৃদয়
কুয়াশার মতো ঝরে।
তা সত্যি, বন্ধু !
কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তির সাথে
যুদ্ধ করে কি ফল ?'

'লোলী' একপ্রকার ঘুমপাড়ানি গান। একে মেকরানী বালোচীতে বলা হয় 'লীলু'। পৃথিবীর সব ভাষাতেই ঘুম পাড়ানি গানের প্রচলন রয়েছে। এর বিষয়বস্তু হলো, মায়ের জননী সুলভ স্নেহমমতার প্রকাশ এবং সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলকামনা। বালোচী ঘুম পাড়ানি গানে এই মমতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এদের জাতীয় মনোভাবের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। প্রসূতি মনে করেন যে, তাঁর সন্তান হবে যুদ্ধক্ষেত্রে দলের অগ্রণী ও অমিতবিক্রম শিরাম-এর তলোয়ার চালাতে অদ্বিতীয়। যেমন,--

'আমার সন্তান যখন যৌবনে উপনীত হবে,
তখন তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে।
আর ছয় অস্ত্রে সে সজ্জিত থাকবে
ঢাল, বন্দুক, ছোরা, তূণভরা তীর ও ধনুক
আর শিরাযী তলোয়ার।
সে চলবে সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোটকীতে,
আর হরণ করে আনবে তার রূপ-গুণ মুগ্ধা শত্রু কন্যাকে।'
'ঘুমাও ঘুমাও আমার ছোট্ট খুকুটি,
সে ডাকে তার বাবাকে, চাচাদের,
ভাইকে আর ভাইয়ের সুন্দর বন্ধুদের,
আর তার সিংহের মতো সাহসী চাচাতো ভাইদের ঃ
'এসো, সকলে এসো আমার তাঁবুতে।
কেন না, আকাশে মেঘ ঘনিয়েছে
তোমাদের ক্ষুরধার ফলা অস্ত্রের, আর পূর্ণ তূণ-তীর
বৃষ্টিতে ভিজে সোঁদা হয়ে যাবে।'
দাস-বালিকারা কাজে চলে গেছে,
গাই আর বাছুরগুলি গেছে জঙ্গলে,
গুজার রাখাল দল গেছে গ চরাতে,
ঘুমোও, ঘুমোও আমার ছোট্ট খুকুটি।

বালোচী 'নায়িকা' গানের মধ্যে পড়ে ঘুমপাড়ানি গান, দোলনার গান এবং খেলাধূলার গান। পূর্ব-বালোচিস্তানে 'লোলী' প্রচলিত আর মেকরান, খারান, লাসবেলা অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছে 'নায়িক'। 'লোলীর' তুলনায় 'নায়িক'-এর বিষয়বস্তু অনেক বেশী ব্যাপক। 'লোলী' গান মায়ের গান। কিন্তু 'নায়িক' গীত হয় নবজাতকের মা ও বোন--উভয়ের পক্ষ থেকে। বাগদান, বিবাহ ইত্যাদি সামাজিক উৎসবাদি উপলক্ষ্যে সমবেত মহিলা ও বালিকাদল ঢোলক সংযোগে একতানে 'নায়িক' গান করে থাকেন ঃ

‘খোদা জানেন সেদিনের কথা
যেদিন আমার প্রভু ফুলের মতো একটি কন্যাকে
বিয়ে করে আনবে ।
কঠোর পরিশ্রম করে
সে জমা করবে পাহাড়-প্রমাণ সোনা রূপো ।
খোরাসান থেকে এমন একটি বৃক্ষ সে নিয়ে আসবে
যাতে ফল ফলবে সোনা রূপার
আর ফুল ফুটবে রমণীয় হীরা-মুক্তার ।’

‘মোদক’ হলো বালোচ শোকগীতি । পরিবারের প্রিয়জনের মৃত্যু হলে এ গান সমবেত কণ্ঠে গীত হয় । এতে থাকে সোজাসুজি ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত শোকবর্ণনা -- দুঃখ-বেদনার একান্ত অকপট প্রকাশ । মৃতের প্রতি স্তোকবাক্যও এর বিষয়বস্তু । মৃতের জীবনকাহিনী এবং চরিত্রাদর্শ নিয়েও এতে অনেক কথা বলা হয় ।

সর্দার মুহম্মদ খান বালোচ বলেন ঃ মৃতের ঘোড়া, বর্শা ও তলোয়ারের বর্ণনা, সভাসদ ও বন্ধুদের নিয়ে তাঁর আড্ডা, প্রণয়কাহিনী, তাঁর দৈহিক সৌন্দর্য, সাহস, শক্তি, ঔদার্য, দুঃসাহসিক অভিযান, যুদ্ধবিগ্রহ, লুণ্ঠন--এসব কিছুই ‘মোদক’ -এর বিষয়বস্তু ।

সাধারণ নর-নারীর শোকগাথা হয় স্বভাবতই সহজ সরল । এতে থাকে বালোচজাতির সাধারণ গুণাবলীর ব্যাখ্যান, যেমন, সাহসিকতা, অধ্যবসায়, আতিথেয়তা ইত্যাদি । কোনো মহিলার মৃত্যু হলে তাঁর সম্পর্কে ‘মোদক’-এ উল্লিখিত হবে নারী সুলভ গণাবলী, যথা, রূপ, সারল্য, অনাড়ম্বরতা ইত্যাদি । পুরো তিনরাত তিন দিন ধরে মৃতের গৃহে ‘মোদক’ গীতি চলে ।

জনৈক সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত একটি প্রসিদ্ধ মোদক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

‘এ কিসের শোরগোল ?
পৃথিবী কেন কেঁপে কেঁপে উঠছে ?
আকাশে দাবাগ্নির ঝলক,
বৃষ্টিতেও যেন আগুনের জ্বালা,
ওপরে আকাশে উড়ন্ত চিলদের সারিতেও
যেন আগুন জ্বলছে ।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

(ক) বুলবুল অ্যান্ড দি রোজ ঃ আহম্মদ আলি
(খ) বালোচ লোকসংস্কৃতি ও সহিত্য ঃ নাসির আহম্মদ ফাকি (সম্পাদিত)
(গ) এশিয়া ঃ এ হ্যান্ডবুক ঃ গাই উইন্ট (সম্পাদিত)
(ঘ) ভয়েসেস ফ্রম দি ইস্ট ঃ জুলফিকার আলি খান ।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com